উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ # ১৭, সংখ্যা # ৭৪, এপ্রিল-জুন ২০১৯

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
২৫ জুলাই ২০১৯

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

ময়মনসিংহ অঞ্চল

আলো ছড়িয়ে আলোকিত রাজেন্দ্রপুর 'আলোর দিশারী গণগবেষণা সমিতি'

২০১৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে নেত্রকোনা সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নে একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ইউপি সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম রইছ মিয়ার অনুপ্রেরণায় মো. বাদশা মিয়া-সহ আরও পনের জন উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে দেশের উন্নয়ন ধারা, কেমন গ্রাম চাই, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিক'–এ আলোচনাগুলো অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মনের মাঝে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রশিক্ষণ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সেই বছরই উজ্জীবকগণ গড়ে তোলেন 'আলোর দিশারী গণগবেষণা সমিতি'। এই সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হলো এলাকাবাসী ও সংগঠনের সকল সদস্য তাদের সুনির্দিষ্ট অধিকার অনুভব করবে, রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি সবসময় সচেতন থাকবে, প্রতিনিধি ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, সংগঠিত হয়ে বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকে তার দায়িত্ব পালন করবে। এ লক্ষ্যে সমিতির সদস্যগণ ২০১৪ সালে রাজেন্দ্রপুর গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষকে নিয়ে এক সভার আয়োজন করেন।

সংগঠন গড়ে তোলার পর উজ্জীবকরা প্রথমদিকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যেমন: সদস্যদের আগ্রহ কম ছিল, সংগঠনে বিশ্বাস ছিলো না, নারীরা আসতে চাইতো না, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সুদের ব্যবসা, পারস্পরিক কোন্দল ও হিংসা। পরবর্তীতে পারস্পরিক সম্মানবোধ ও সকলের মতামত নিয়ে সমিতির উদ্যোগে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করা হয় এবং সবজি চাষ ও ভার্মি কম্পোস্ট চাষ-সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সকলকে নিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট চাষ করা এবং প্রত্যেকের জমিতে কম্পোস্ট সার ব্যবহার করায় সরকারিভাবে রাজেন্দ্রপুর গ্রামকে ভার্মি কম্পোস্ট গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় সদস্যদের মাঝে কৃষি কাজ, মাঠ বর্গা নেওয়া, গবাদি পশু ক্রয়, মৌসুমী ধান ক্রয়, নারীবান্ধব ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং দোকান দেওয়া ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হয়। সমিতির সদস্যগণ মিলে সমিতি ঘরের পাশে সবজি ও ফসল সংক্ষণাগার গড়ে তুলেছেন। প্রতিদিন সকালে বিষমুক্ত সবজি এলাকার কৃষকগণ এখানে এনে জমা করেন, শহর হতে পাইকারি ব্যবসায়ীগণ সবজি ক্রয় করেন। এতে কৃষকদের যাতায়াত ব্যয় কমে যাওয়া, দালালদের চাঁদা প্রদানজনিত অতিরিক্ত খরচ হতে কৃষকগণ মুক্তি পাচ্ছেন এবং বেশি মুনাফায় তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারছেন। সমিতির দুইজন সদস্য মো. বাদশা মিয়া ও কুলসুম আক্তার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারের পরিচালনায় আয়োজিত ভার্মি কম্পোস্ট প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সমিতির সদস্য আম্বিয়া আক্তার ২০১৯ সালে জেলার সেরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে 'আলোর দিশারী গণগবেষণা সমিতি'র সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করা হয়, রেজ্যুলেশন খাতায় সভার বিবরণী লিখে রাখা

হয় এবং ব্যাংক হিসাবের মধ্য দিয়ে সমিতির আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করা হয়। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে এবং সমিতি থেকে মুনাফা পেয়ে বর্তমানে সমিতির প্রায় সকল সদস্যই স্বাবলম্বী হয়েছেন।

২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সমিতির দুইজন সদস্য ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। সমিতির প্রতিটি সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অবগত (যেমন, ভিজিডি, ভিজিএফ, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বয়স্ক ভাতা, কাবিখা, কাবিটা, টিআর, ৪০ দিনের কর্মসূচি ইত্যাদি)। এছাড়াও সমিতির সকল সদস্যদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সকলের সুসম্পর্ক রয়েছে।

'আলোর দিশারী গণগবেষণা সমিতি'র অনুপ্রেরণায় স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীগণ চল্লিশা ইউনিয়নে মোট ২৮টি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তুলেছেন।

কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ হয়ে উঠছে বিদ্যালয়গুলো

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ২০১৬ সাল থেকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ইয়ুথ ইউনিট গঠন, প্রশিক্ষণ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা এবং বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ও ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠছে মেয়েদের জন্য স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়। নিম্নে ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য ও সহায়কদের কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ তুলে ধরা হলো:

নিজের বিয়ে নিজেই ঠেকিয়ে দিচ্ছে কন্যাশিশুরা

ইয়ুথ ইউনিটের তৎপরতায় টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই রুখে দিচ্ছে নিজেদের বাল্যবিয়ে। মোসাম্মৎ খাদিজা বেগম (পিতা: আমির আলী, মাতা: আন্না বেগম, গ্রাম: সিরাজগঞ্জ) নিকরাইল বেগম মমতাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। পারিবারিকভাবে খাদিজার বিয়ে ঠিক করা হয়। বিয়ের কথা জানার পর খাদিজা বিদ্যালয়ে গিয়ে তার সহপাঠী ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর খাদিজার বাল্যবিয়ে বন্ধের জন্য ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য ও শিক্ষকমণ্ডলী উপজেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন এবং খাদিজা বাল্যবিয়ে ঠেকিয়ে দেন। বর্তমানে খাদিজা বেগম নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

সুবিধাবঞ্চিত সহপাঠীদের সহযোগিতায় ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা

নিজেদের সামাজিক দায়িত্ববোধের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর ও গোপালপুর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' পরিচালনার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের সামান্য উদ্যোগে বিদ্যালয়টি হয়ে উঠতে পারে নিরাপদ এবং অনেক শিক্ষার্থী রক্ষা পেতে পারে ঝরে পড়ার হাত থেকে। এই চিন্তা থেকে শিক্ষার্থীরা শুরু করে নিজেদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে অর্থ জমানোর। ২৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২০১৮ সাল থেকে এই কাজটি করে যাচ্ছে। গত বছর জমানো অর্থ দিয়ে হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে কাগজ-কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা। কোনো কোনো ইয়ুথ ইউনিট হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফরম ফিলাপের টাকা যোগাড় করতেও সহযোগিতা করে।

ঈদের মৌসুমে ফলদা ইউনিয়নে সংঘটিত হয়নি কোনো বাল্যবিবাহ

রমজান ও শ্রীষ্মের ছুটিতে বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি-সহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার ফলদা শরিফুন্নেছা বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় দশটি সমন্বয় কমিটি। গ্রামভিত্তিক এই কমিটি গঠন করা হয় দুইজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে। দলের সদস্যরা যাতে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে সেজন্য শিক্ষার্থীদের মোবাইল নাম্বার শিক্ষকের হাতে এবং শিক্ষকের মোবাইল নাম্বার শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই দলগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় করেন ফলদা শরিফুন্নেছা বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার দত্ত ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নুর আলম। উপরোক্ত উদ্যোগের ফলে বিগত ঈদ-উল-ফিতরে ফলদা ইউনিয়নে কোনো বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়নি।

বিদ্যালয়ে মেয়েদের ঋতুচক্রকালীন বিশেষ সেবার ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে পাঠদানকালীন মেয়েদের জন্য বিশেষ সময় পিরিয়ড বা মাসিকের কারণে ছুটি নিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিত ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ভাবখালী ইউনিয়নের নাজিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীরা। 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'-এর সহায়ক শিক্ষক নাসিমা খাতুন ইয়ুথ ইউনিটের মেয়েদের নিয়ে নিজ উদ্যোগে পিরিয়ডের সময়ে যেন মেয়েদের ছুটি নিতে না হয় এবং ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারে সেজন্য স্যানিটারি প্যাড এবং ওষুধের ব্যবস্থা করেন। নাসিমা খাতুন তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এসব খরচের অর্থ যোগাড় করেন। বর্তমানে পিরিয়ডের কারণে মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আর ছুটি নিতে হয় না, শতভাগ সময় মেয়েরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করতো। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নাসিমা খাতুন প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে মেয়েদের জন্য পিরিয়ডকালীন সেবার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

কমিউনিটি পর্যায়ে বিবাহিত ও অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার খাগডহর ইউনিয়নে প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে ইউনিয়নের তারাগাই গ্রামে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২ জন কিশোরী-সহ মোট ১৬ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে দশজন বিবাহিত কিশোরী ও তিনজন গর্ভবতী কিশোরী উপস্থিত ছিলেন। উঠান বৈঠকে বয়ঃসন্ধিকালের প্রজনন স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে ধারণা, বাল্যবিবাহের কুফল ও প্রতিরোধে করণীয়, অল্প বয়সে গর্ভধারণের ক্ষতিকর দিক এবং সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বৈঠকটি পরিচালনা করেন শাহানাজ পারভীন।

পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে খাগডহড় ইউনিয়নের তারাগাই গ্রামে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে একটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় নারীনেত্রীবৃন্দ, উজ্জীবকবৃন্দ ও ইয়ুথ লিডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ১৮ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় মা ও শিশুর পুষ্টি, সুষম খাবারের তালিকা, শিশুর পরিচর্যা এবং শিশুর টিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বৈঠকটি আয়োজনে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন নারীনেত্রী শামসুন্নাহার। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহনাজ পারভীন।

ইভটিজিং বা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে বিগত মে মাসে একটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে ২৫ জন নারী ও ৭ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। উঠান বৈঠকে নারী নির্যাতন কী, এর ধরন কেমন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে

অংশগ্রহণকারীগণ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন। উঠান বৈঠকটি আয়োজনে সার্বিক দায়িত্ব পালন করে নারীনেত্রী মনোয়ারা আফরোজ সালেহা।

রংপুর অঞ্চল

গংগাচড়ায় অনুষ্ঠিত হলো 'সামাজিক উদ্যোগ ও সম্প্রীতি মেলা-২০১৯'

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'সামাজিক উদ্যোগ ও সম্প্রীতি মেলা-২০১৯'। ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে উপজেলা পরিষদ মাঠে উক্ত মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গংগাচড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. রুহুল আমিন।

অতিথি হিসেবে মেলায় উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মো. মোসাদ্দেকুর রহমান এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা. তাসলিমা বেগম। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম রংপুর শাখার সভাপতি খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর জেলা কমিটির সভাপতি সামসি আরা জামান কলি, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, নারীনেত্রী, সুজন সদস্য, উজ্জীবক এবং ইয়ুথ লিডার-সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় আটশত মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়। মেলায় প্রতিটি ইউনিয়নের ভিন্ন ভিন্ন স্টল ছিল। প্রতিটি স্টলে স্ব-স্ব ইউনিয়নের সফলতা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও ভার্মি কম্পোস্ট দ্বারা উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফসলের পসরা সাজিয়ে বসেন উপজেলার উজ্জীবক, গণগবেষক এবং নারীনেত্রীরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দ প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করেন। এরপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সফলতা তুলে ধরেন নিজ নিজ ইউনিয়নের স্বেচ্ছাব্রতীগণ।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমিন বলেন, 'আজকের এই উপস্থিতি প্রমাণ করে এভাবে সমাজের সকাল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক হয়ে কাজ করলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন পূরণ হতে বেশি সময় লাগবে না। একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়তে হলে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও বহুত্ববাদী চিন্তা-চেতনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই চিন্তা-চেতনা গঠনের মহৎ কাজটি করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।'
অতিথির বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'শুধু প্রকল্প নির্ভর কাজের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে না। টেকসই উন্নয়ন করতে হলে স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততায় স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।'

অনুষ্ঠানের শেষভাগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ ইয়ুথ ও শ্রেষ্ঠ উজ্জীবক-সহ মেলায় স্টল স্থাপনকারী উজ্জীবকদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গংগাচড়ায় অনুষ্ঠিত হলো ফুটবল টুর্নামেন্ট

সামাজিক সম্প্রীতির বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে রংপুরের গংগাচড়ায় অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রীতির ফুটবল টুর্নামেন্ট। ইউনিয়ন ইয়ুথ ফোরাম-এর আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী,

গজঘন্টা, মর্নেয়া, কোলকোন্দ, বড়বিল, নোহালী, আলমবিদিতর, বেতগাড়ি এবং গংগাচড়া সদর ইউনিয়নের নয়টি ভেন্যুতে দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে স্ব-স্ব ইউনিয়নের ৩৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী-সহ নানান শ্রেণি-পেশার ৪৪ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। 'একতা', 'শান্তি', 'সম্প্রীতি' এবং 'ঐক্য' একাদশ নামে চারটি দল চার রংয়ের গেঞ্জি পরিধান করে খেলায় অংশগ্রহণ করেন। গেঞ্জির এক পাশে 'হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়; সম্প্রীতির গংগাচড়া গড়ি' এবং অন্য পাশে 'সম্প্রীতির পথে, সকলের সাথে' স্লোগান লেখা ছিল, যা উপস্থিত দর্শকদের সম্প্রীতির গংগাচড়া গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রতিটি দল ফুটবল মাঠে তাদের নিজ একাদশের নামে লিখিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। এ আয়োজনে স্ব-স্ব ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি কোনো কোনো ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খেলায় অংশগ্রহণ করে সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন। খেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। চারটি দলের ভিন্ন ভিন্নভাবে খেলা শেষে চূড়ান্তভাবে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড় ও রেফারিকে শুভেচ্ছা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও এ আয়োজনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সবাইকে সমাজে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিপ্লব চন্দ্র দে-এর অনন্য ভূমিকা

তথ্যবন্ধু বিপ্লব চন্দ্র দে দিনাজপুর সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র। তিনি ৩০ সেপ্টম্বর ২০১৮ তারিখে দিনাজপুর সদরের মহারাহা গিরিজানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ অংশ নিয়ে তিনি 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০-২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার বিষয়ক চারদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণে অংশ নেন বিপ্লব চন্দ্র দে। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি এবং এ বিষয়ে তার কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে বিপ্লব মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে শুরু করেন। তিনি প্রথমে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে তথ্য চেয়ে একটি আবেদন করেন। তিনি আবেদন করে দিনাজপুর সদরে যতগুলো সরকারি কার্যালয় রয়েছে তার সবগুলো কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা ও ই-মেইল জানতে চান। কিছুদিন পর বিভাগীয় কমিশনার-এর কার্যালয় থেকে তিনি উক্ত তথ্যগুলো পান। বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিপ্লবকে জানানো হয়, তার আবেদনের ফলে তথ্য কর্মকর্তারা বর্তমানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এবং যে সকল কার্যালয়ে তথ্য কর্মকর্তা ছিলো না সেখানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা আরও জানান, এই প্রথমবারের মতো তাদের কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় একটি আবেদন জমা পড়েছে।

তথ্যবন্ধু বিপ্লব ইতোমধ্যে ৫০টি আবেদন করেছেন। যে সকল দপ্তরে তথ্য চেয়ে তিনি আবেদন করেছেন সেগুলো হলো: ১. ভূমি কার্যালয়; ২. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়; ৩. সমাজ সেবা কার্যালয়; ৪. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; ৫. ওষুধ তত্ত্ব বিষয়ক কার্যালয়-সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান।

বিপ্লব ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক দুটি কর্মশালার আয়োজন করেছেন; একটি দিনাজপুর শহরের ফাজিল ডাঙ্গায় এবং আরেকটি ফুলতলা বাজারে। এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করছেন, যাদের মধ্যে একজন হলেন বিপুল চন্দ্র রায়। তিনি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তথ্য চেয়ে একটি আবেদন করেন।

আবেদনের বিষয় ছিলো: ১. স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন কোন ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং সেই ওষুধগুলো কী কী?; ২.স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্ম ঘণ্টা কত?

এই আবেদনের কারণ হলো সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দুপুর ১টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মিত তালা বন্ধ থাকে। সময়মতো ডাক্তার থাকে না। এই আবেদনটি করার ১৬ দিনের মধ্যে বিপুল চন্দ্র তথ্য পেয়ে যান। একটি সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিপুল উক্ত তথ্যগুলো এলাকার জনগণকে অবহিত করেন। এর মাধ্যমে এলাকার মানুষ জানতে পেরেছে কোন কোন ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। মানুষ এখন সচেতন হয়েছে, তারা নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় এবং সেখান থেকে বিনামূল্যে সেবা ও ওষুধ পাচ্ছে। এভাবে বিপুল চন্দ্র-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমানে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সচল হয়।

সংকলনে: কাজী ফাতেমা বর্নালী, প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

ইয়ুথ লিডার মেহেদী হাসান-এর উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

মেহেদি হাসান রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার আরাজি নিয়ামত গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৮ সালের জুন মাসে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত চার দিনব্যাপী ইথিক্যাল লিডারশিপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে মেহেদী হাসান সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। মেহেদী লক্ষ করেন, আরাজি নিয়ামত গ্রামের শামসুন্নাহার-এর বাড়ির সামনে থেকে আমিনুরের বাড়ির সামনের ১০০ গজ রাস্তায় অল্প একটু বৃষ্টি হলেই তাতে পানি জমে যায় এবং যার ফলে সাধারণ মানুষকে হাঁটা-চলায় ভীষণ কষ্ট পেতে হয়। তিনি সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় ইয়ুথ লিডারদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনায় উঠে আসে যে, স্থানীয় ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যকে বিষয়টি অবহিত করা হলেও তিনি বিষয়টির সমাধানে কোনো পদক্ষেপ নেননি। মেহেদি হাসান তখন নিজের উদ্যোগেই রাস্তাটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেন। একাজে স্থানীয় ইয়ুথ লিডারদের মধ্যে নাজমুল হোসেন, সৌরভ, ডিয়াল, মাহমুদ, বাবু, শাহীন, সারহাদ এবং মর্তুজা তাকে সহযোগিতা করে। এই সংস্কার কাজে তাদেরকে ভ্যান দিয়ে সহযোগিতা করে শরিফুল ইসলাম এবং মাটি দিয়ে সহযোগিতা করে মতলুবর রহমান। ইয়ুথ লিডার মেহেদী হাসান-এর উদ্যোগে এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় কাঁচা রাস্তাটি সংস্কার হওয়ায় এখন বর্ষাকালেও সেখানে আর কোনো পানি জমে থাকে না এবং জনসাধারণের চলাচলের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

সামাজিক সম্প্রীতি গড়তে গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ টিম

চন্দ্র শেখর # হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, শান্তি-সম্প্রীতির নোহালী ইউনিয়ন গড়তে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ইউনিয়নের ১০টি গ্রামে গঠন করা হয়েছে গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ লিডার টিম। ১০টি টিমের ১০৭ জন নারী ও ৯৫ জন পুরুষ সদস্য সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ে জীবন দক্ষতামূলক এক কর্মশালার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। বর্তমানে তারা সংঘটিত হয়ে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

টিমের ফলো-আপ সভায় সদস্যগণ গ্রামের বাস্তবতা অবস্থার ভিত্তিতে গ্রহণ করছেন নানা ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগ। তারা কুসংস্কার ভেঙে সবাইকে সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করছেন, নিম্ন শ্রেণির পেশার মানুষকে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্র তৈরি করছেন এবং সামাজিক সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তুলছেন। তাছাড়াও টিমের সদস্যগণ নিজেদেরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন। সেই সাথে গ্রামের অবহেলিত ও নিরক্ষর পরিবারের সন্তানদের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছেন। ইয়ুথ টিমের প্রচেষ্টায় এবং ইউপি সদস্যগণের উদ্যোগে ছোটখাটো দ্বন্দ্ব নিরসনে অবদান রাখার কারণে বর্তমানে এলাকায় সহিংস ঘটনার হার কমেছে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ।

রাজশাহী অঞ্চল

পত্নীতলায় অনুষ্ঠিত হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক সম্প্রীতি সভা

মো. আসির উদ্দীন # নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) এবং গণগবেষণা সমিতি (জিজিএস) গঠন করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ণয়, স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রামকে এগিয়ে নিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। এখানে নিরাপদ পানীয় জলের সমস্যা নিরসন, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম-সহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রামের মানুষদের মাধ্যমেই সম্পাদিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, গ্রামের মানুষ সহজে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা দূর করে ধারাবাহিক উন্নয়নের পথে দেশ এগিয়ে চলেছে। মানুষ দায়িত্ব নিলে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে– ভিডিটি ও গণগবেষণা সমিতিগুলোর অর্জন তাই-ই প্রমাণ করে।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৯, পত্নীতলা উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভিডিটি, গণগবেষণা সমিতি এবং বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক সম্প্রীতি সভা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল গাফ্ফার। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম। সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান খাদিজাতুল কোবরা মুক্তা, নওগাঁ জেলা পরিষদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ ও ফাতেমা জিন্নাহ ঝর্ণা, সুজন বগুড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম হুমায়ুন ইসলাম তুহীন, পত্নীতলা প্রেসক্লাব সভাপতি বুলবুল চৌধুরী, নজিপুর প্রেসক্লাব সভাপতি ফরহাদ হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাহমুদা সুলতানা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা তসলিম উদ্দিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আলম আলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম, পত্নীতলা উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম-এর সভাপতি শাহীনুর রহমান প্রমুখ।

সভার শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী আসির উদ্দীন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'এসডিজি ইউনিয়ন কৌশল' উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, পত্নীতলায় গ্রাম পর্যায়ে ২০ থেকে ২৫ জন সক্রিয় নাগরিকের অংশগ্রহণে ভিডিটি গঠন করে কৌশলগত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে ১০৮টি গ্রাম উন্নয়ন দল, ১৬৮টি ইয়ুথ ইউনিট এবং ১৭২টি গণগবেষণা সমিতি গঠন করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান-সহ নানামুখী

সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। কমিউনিটি ফিলানথ্রপি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে দলগুলো কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে একদল তথ্যবন্ধু সক্রিয় রয়েছে।

সভার প্রধান অতিথি আব্দুল গাফ্ফার বলেন, 'যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা যদি বর্তমানের সুবিধার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিই, তাহলে বুঝতে হবে আমরা টেকসই উন্নয়ন করছি না। কারণ সমাজে অসমতা রেখে কোনো উন্নয়ন হলে সেটা কখনো টেকসই হয় না। তাই সকল ধরনের বৈষম্য ও অসঙ্গতি দূর করার আন্দোলন ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমরা স্বাধীনতা অর্জনের মতো দুরূহ বিষয়টি অর্জন করতে পেরেছি, তাই এখন আর কোনো সমস্যাই আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের দৃঢ় মনোবল এবং একাগ্রতা দরিদ্র অবস্থা থেকে আমাদেরকে স্ব-নির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিতে পারে। বিশেষ করে তরুণরা দায়িত্ব নিলে যে কোনো সমস্যা থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হতে পারে।' তৃণমূলের মানুষকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারলে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তথ্য চেয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে মিললো তিনজন অসহায় নারীর ভাতা

সাংবাদিক লিয়াকত আলী। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রণোদনায় পরিচালিত 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯'-এর জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার খাজুর ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে তথ্য অধিকার বিষয়ক এক কর্মশালায় নেওয়ার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে এলাকায় ফিরে এসে তিনি উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ে বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমাজ সেবা কার্যালয় থেকে তিনি তথ্য পান, যার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভাতা প্রদানের জন্য যাদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে তাদের নামও ছিলো। লিয়াকত ঐ তালিকায় দেখেন যে, তার গ্রামের তিনজন অতি দরিদ্র নারীর নামও রয়েছে, যাঁরা ভাতা পাওয়ার যোগ্য। একজন হলেন শান্তি রাণী, তাঁর স্বামীর নাম মৃত শথা বর্মণ। অন্যজন সবিতা রাণী, তাঁর স্বামীর নাম মৃত গণেশ রবি দাস। অন্য আরেকজন হলেন প্রতিবন্ধী নাজমুন্নাহার, তাঁর পিতার নাম মো. মকলেছার রহমান। তাঁরা তিনজনই খাজুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। তথ্যবন্ধু লিয়াকত তাঁদের তিনজনের ভাতার বিষয়ে উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। লিয়াকত আলীর যোগাযোগের প্রেক্ষিতে বর্তমানে ঐ তিনজন নারী ব্যক্তি বর্তমানে সরকারি ভাতা পাচ্ছেন।

সফল সংগঠক রেহেনা পারভীন

নওগাঁ জেলার পত্নীতলার উপজেলার ঘোষনগর ইউনিয়নের চুন্ডিপুর গ্রামের নারীনেত্রী ও গণগবেষক রেহেনা পারভীন। লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১৪ বছর বয়সে নবম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় পারিবারিক সিদ্ধান্তে তিনি বাল্যবিবাহের শিকার হন। বসতি ছাড়া স্বামীর পরিবারের কোনো সম্পদ ছিল না। তাই অভাবের মধ্যেই স্বামীর সংসারে রেহেনার দিন কাটতে থাকে। ২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ঘোষনগর ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এক গণগবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশ নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্ব অনুভব করেন রেহেনা। কর্মশালার পর গ্রামের সাধারণ নারীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা নেন তিনি। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রেহেনা তার বাড়িতে একটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। এরপর গ্রামের ৩১ নারীকে তিনি একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির সদস্যরা বর্তমানে প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে সমিতির মোট সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সমিতির সকল প্রকার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সমিতির কিছু টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে, বাকি টাকা সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার কারণে সমিতির সদস্যরা এখন আর মহাজন কিংবা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেন না।

রেহেনা পারভীন ২০১৬ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৩৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে তিনি অবহেলিত নারীদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করেন। রেহেনা শুনতে পান, তার পাশের পাড়ার এক নারীকে তার স্বামী খুব মারধর করেছে। এই খবর পেয়ে রেহেনা নির্যাতনের শিকার হওয়া ঐ নারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নিয়ে যান। পরে গ্রামের বিচার-শালিসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী দুইজনের মিলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়া হয়।

রেহেনা তার সমিতি সদস্যদের সহায়তা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ যেমন, নিরাপদে সন্তান প্রসব, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক রোধ, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়ে শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামীকরণ, জন্মনিবন্ধন ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন।

রেহেনা পারভীনের স্বপ্ন নিজেকে বিকশিত করা, মেয়ে দুটিকে মা ও শিশু বিষয়ক ডাক্তার বানানো এবং সমাজ উন্নয়নে উন্নয়ন আজীবন অবদান রাখা। তিনি মনে করেন, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখে, তাহলেই ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

নারীনেত্রী লিপি আখতার এখন স্বাবলম্বী

'স্বামীর সামান্য আয়ে সাতজন সদস্যের সংসারে নানা অভাব-অনটন লেগেই ছিল, সব সময় চেষ্টা ছিল বাড়িতে থেকেই বাড়তি কিছু আয় করে সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরানোর। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে আমাকে বিরাট সাহস যুগিয়েছে'– কথাগুলো বলছিলেন নারীনেত্রী লিপি আখতার।

কুমিল্লা জেলার অন্যতম অনগ্রসর জনপদ মনোহরগঞ্জ উপজেলা। এ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়নের রশিদপুর গ্রামের নারীনেত্রী লিপি আখতার। তিনি ২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, জেন্ডার

বৈষম্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। তিনি অনুধাবন করেন যে, চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকাই নারীর জীবন নয়। চাইলে নারীরাও উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং পরিবারে অবদান রাখতে পারে।

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে লিপি আখতার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় আয়োজিত ছাগল পালন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ লিপির পরিবারে সুদিন ফেরাতে বিরাট ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষণ শেষে লিপি আখতার তার মায়ের কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা ধার করে একটি বকনা ছাগল ক্রয় করেন। তার পরিচর্যা ও যত্নে প্রথম বছরেই ছাগলটি দুই বারে চারটি বাচ্চা প্রসব করে। বর্তমানে লিপি আখতার-এর আটটি ছাগল রয়েছে এবং এ পর্যন্ত সকল খরচ বাদে তার ষাট হাজার টাকা লাভ হয়েছে। ছাগল পালনের মাধ্যমে লিপি আখতার স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।

শুধু ব্যক্তিগত স্বাবলম্বিতা অর্জনই নয়, একজন নারীনেত্রী হিসেবে লিপি আখতার তার নিজ এলাকায় বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি বিষয়ক উঠান বৈঠকের গ্রামের গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের সচেতন করে তুলছেন।

সফলতার গল্প

বাল্যবিবাহমুক্ত ইউনিয়ন গঠনে কাজ করছেন উজ্জীবক মো. মোবারক আলী

উজ্জীবক এমন একজন স্বেচ্ছাব্রতী মানুষ যিনি নিজ দায়িত্বে আপন ভাগ্য গড়েন এবং অন্যকে তার ভাগ্য গড়তে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেন। এমনই একজন সক্রিয় উজ্জীবক হলেন কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের কালিয়া চৌ গ্রামের বাসিন্দা মোবারক আলী।

২০০৩ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৮৯তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ তাকে সবদিক থেকেই শাণিত করে তুলে। তিনি তার চারপাশ সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ পান। এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের একজন কর্মী হিসেবে মোবারক আলী নিজেকে নিবেদিত করেন।

উজ্জীবক মোবারক আলী বাল্যবিবাহের অভিশাপ সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন, বাল্যবিবাহের কারণে কন্যাশিশুরা বঞ্চিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অধিকার থেকে। তাই তার নিজ ইউনিয়নে কোনো কন্যাশিশু যাতে বাল্যবিবাহের শিকার না হয় সেজন্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মোবারক আলীর লক্ষ্য হলো আজগরা ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি নিজ গ্রাম কালিয়া চৌ-সহ পার্শ্ববর্তী পাওতলী, লোলাই, ঘাটার ও নোয়াগাও প্রভৃতি গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সভা, উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান আয়োজন করে আসছেন। তার এ কাজের ফলস্বরূপ উল্লেখিত গ্রামগুলো বাল্যবিবাহ মুক্ত হয়েছে।

সমাজের সকল ভাল কাজের সাথে মোবারক আলীর অংশগ্রহণ তাকে এলাকার একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তিনি গ্রামবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচনে অংশ নিয়ে চতুর্থবারের মতো আজগরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

সমিতির মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন মিতালী রাণী ঢালী

গৌতম মন্ডল # মিতালী রাণী ঢালী এখন আর অসহায়। নিজ আত্মশক্তি ও

আত্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিজের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি, গণগবেষণা সমিতি পরিচালনার মাধ্যমে বদলে দিচ্ছেন আরও অনেক নারীর জীবন। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শোভনা ইউনিয়নের বাসিন্দা মিতালীর মধ্যে এই আত্মশক্তির জন্ম দেয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। তিনি ২০১৫ সালে ২,২২৫তম ব্যাচে উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকাই শুধু নারীর জীবন নয়, চাইলে নারীরাও স্বাবলম্বী হতে পারে, অবদান রাখতে পারে পরিবার ও সমাজে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করেন মিতালী। প্রথমে তিনি স্বল্প মূলধন নিয়ে ছাগল পালন শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে সফলতা লাভ করেন। ২০১৭ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি গ্রামের নারীদের নিয়ে একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির নামকরণ করা হয় 'বাগআঁচড়া যৌথ মহিলা গণগবেষণা সমিতি'। সমিতির ৩০ জন সদস্য প্রতিমাসে সমিতিতে ১০০ টাকা সঞ্চয় রাখেন। বর্তমানে সমিতির মোট মূলধন ১ লাখ ১৭ হাজার ১৯৫ টাকা। মিতালী রাণী এই সমিতির হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

মিতালী রাণী জানান, সমিতির সদস্যরা আগে বিভিন্ন এনজিওর কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত এবং তাদের লাভের সব টাকা এনজিও নিয়ে যেত। এখন যে কোনো মুহূর্তে তারা সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পান। প্রতি মাসের ১৫ তারিখে সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সদস্যরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে (সেলাই, ব্লক-বুটিক, গরু-ছাগল পালন ও মৎস চাষ ইত্যাদি) অংশ নেন। এসব প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সমিতির অনেক সদস্য আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছেন।

উজ্জীবক শিবানী মন্ডল: সাধারণ গৃহিণী থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী

কমলাক্ষ বিশ্বাস # দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ বদলে দিয়েছে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মাগুরখালী ইউনিয়নের শিবানী মন্ডল-এর জীবন। সাধারণ একজন গৃহিণী থেকে বর্তমানে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

শিবানী জানান, তিনি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের পুত্রবধূ। তার যখন বিয়ে হয় তখন তার স্বামীর ছোট একটা মুদি দোকান ছিল। তাতে তাদের সংসার চালানো খুব কষ্টকর ছিল। এরমধ্যে তার দুই কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। কিছুদিন পর তার স্বামী একটা বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পায়। ছুটি কম থাকায় সংসারে সময় দিতে পারতেন না তিনি। তখন সংসারের সবকিছুর দায়িত্ব এসে বর্তায় শিবানীর উপর।

২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন শিবানী মন্ডল। এই প্রশিক্ষণ তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজ বাড়িতে কিছু সিট কাপড় বিক্রি করা শুরু করেন। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি,

মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে তিনি নিজের অবস্থান বদল করতে পেরেছেন। বর্তমানে মাগুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে একটি কাপড়ের দোকান ও একটি কসমেটিকস সামগ্রীর দোকান রয়েছে শিবানী মন্ডলের। সবকিছু তিনি নিজেই দেখাশোনা করেন।

২০১৯ সালে জানুয়ারি মাসে ৪১ জন নারীকে নিয়ে শিবানী একটি সমিতি গড়ে তোলেন। বর্তমানে সমিতিতে ২৫ হাজার টাকা মূলধন রয়েছে। সমিতির মূলধন বড় হলে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ দেয়া হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হবে এবং এর মাধ্যমে সমিতির সদস্যরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবেন বলে আশা প্রকাশ করেন উজ্জীবক শিবানী মন্ডল।

ঢাকা অঞ্চল

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হলেন ৪৫ জন নারী

'পুষ্টি ভ্রূণের ভবিষ্যৎ'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ইউনিয়নের চান্দইর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বার্তা বিষয়ক একটি উঠান বৈঠক। ২২-২৩ জুন ২০১৯, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত উঠান বৈঠকে ১৫ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ ফ্লিফচার্টের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, রক্তস্বল্পতা, প্রসব পরবর্তী শিশু ও মায়ের পরিচর্যা, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব ও পদ্ধতি, বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার সরবরাহ ও অপুষ্টি প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এছাড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেন অংশগ্রহণকারীগণ। বৈঠকটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. আব্দুস সালাম।

উঠান বৈঠক শেষে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, 'এই উঠান বৈঠকে উপস্থিত না হলে আমরা আদর্শ মা হতে পারতাম না। অনেক কিছুই ছিল আমাদের অজানা। একটি নবজাতক শিশুকে কীভাবে যত্ন নিতে হবে এবং তার কী ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন– তা আমরা এই উঠান থেকে জানতে পেরেছি।' এখন থেকে উঠান বৈঠক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজের ও নিজ সন্তানের যত্ন নেবেন বলে জানান তারা।

এছাড়া ১৭-১৮ জুন ২০১৯, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামে এবং ২০-২১ জুলাই ২০১৯, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বার্তা বিষয়ক আরও দুটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়ুথ লিডাররা হতে চান এসডিজি বাস্তবায়নের কারিগর

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দেশের বিভিন্ন ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কাজের অংশ হিসেবে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়ন পরিষদও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। গত ২৮-৩১ জুলাই ২০১৯, তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে চারদিনব্যাপী ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রায় ১১টি গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) ৩০ জন তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশা খান, ইমরান হোসেন রাজু এবং ফাতেমাতুজ জোহরা রিতু। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদ বিতরণ করেন দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মোল্লা। প্রশিক্ষণ শেষে ইয়ুথ লিডাররা দিঘী ইউনিয়নে এসডিজির অভীষ্ট অর্জনের জন্য নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং এই লক্ষ্যে তারা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও তৈরি করেন।

খুলনা অঞ্চল

'জয়িতা' জয়ী অদম্য সমাজকর্মী মল্লিকা দাশ

সাধন দাশ # বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার একটি ছোট্ট ইউনিয়ন বেতাগা। এই ইউনিয়নের বেতাগা গ্রামের বাসিন্দা মল্লিকা দাশ। তার জন্ম ১৯৬২ সালে। তিনি বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে এসএসসি পাশ করেন। এরপর খুলনা পাইওনিয়র মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া হয়নি। ১৯৮১ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন মল্লিকা। বিবাহিত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের জননী।

২০১২ সালে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন দাশের আমন্ত্রণে ফকিরহাট শিরিন হক পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৫৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন মল্লিকা দাশ। এরপর খুলনাস্থ সিএসএস আভা সেন্টারে আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৬৮তম ব্যাচ) অংশ নেন তিনি।

প্রশিক্ষণগুলো থেকে তিনি শিখেছেন যে, ইচ্ছা থাকলে যে কেউ নিজের এবং সমাজের জন্য কিছু না কিছু করতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষে বাড়িতে ফিরে মল্লিকা দাশ পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠক শুরু করেন এবং মানুষের সুখে-দুঃখে ছুটে যান। এরফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এলাকায় জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। এর ফলশ্রুতিতে মল্লিকা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি ফকিরহাট উপজেলার পিস অ্যাম্বাসেডর। এছাড়া তিনি ৬নং ওয়ার্ডের গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি। ভিডিটির প্রত্যেকটি সভায় তিনি উপস্থিত থাকেন এবং সভা পরিচালনা করেন।

মল্লিকা দাশ তার নিজের গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একের পর এক উঠান বৈঠকের আয়োজন করে চলেছেন। তিনি উঠান বৈঠকসমূহে বাল্যবিবাহের কুফল, মাতৃস্বাস্থ্য, নারী নির্যাতন বন্ধ, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ-সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এসব উঠান বৈঠকের ফলে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নারীনেত্রী মল্লিকা দাশ। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ কার্যক্রমের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে 'জয়িতা' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

অসহায়ত্ব কাটিয়ে জয়ন্তী রাণী মন্ডল এখন সফল উদ্যোক্তা

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আত্মপ্রচেষ্টা দ্বারা যারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হন তাদেরই একজন নারীনেত্রী জয়ন্তী রাণী মন্ডল। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি জেলার

চাম্পাফুল গ্রামের বাসিন্দা তিনি। জন্মেছেন ১৯৬২ সালের ২৯ ডিসেম্বর। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পান তিনি। ১৯৮৪ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন জয়ন্তী রাণী। স্বচ্ছল স্বামীর সংসারে সুখে-দুখে আর দশটা নারীর মতোই দিন কেটে যাচ্ছিল তার দিন। ততদিনে তার কোল আলো করে এক মেয়ে ও এক ছেলের জন্ম হয়। বাবা-মার সোহাগে-আদরে বেড়ে উঠছিল তারা। কিন্তু হঠাৎ করে সংসারের একমাত্র আয়ক্ষম ব্যক্তি জয়ন্তী রাণীর স্বামী হারান বাবু মারা যান। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে জয়ন্তী রাণীর। স্বামীর সম্পদ বলতে একটা কাঁচা বাড়ি আর এক চিলতে জমি। জয়ন্তী রাণী এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় তার মধ্যে আত্মশক্তি বৃদ্ধি করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৯৩তম ব্যাচ)। এই প্রশিক্ষণের পর সংসারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি কিছু টাকা ধার করে বাড়ির আঙিনায় হাঁস-মুরগি পালন করা শুরু করেন। এখান থেকে তার ভাল আয় হতে শুরু করে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। পোল্ট্রি ফার্ম করে এবং গরু-ছাগল পালন করে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন জয়ন্তী রাণী। বর্তমানে তার গরুর খামারে ১০টি গরু এবং পোল্ট্রি ফার্মে রয়েছে সহস্রাধিক মুরগি।

জয়ন্তী রাণী আজ একজন সফল মানুষ। ৫৯ শতাংশ জমির উপর দালান বাড়ি তার। সন্তানদের বিয়ে দিয়েছেন। নাতি-নাতনির মুখ দেখেছেন। জয়ন্তী রাণী মন্ডল ২০১৬ সালে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সেরা সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কৃত হন।

শুধু আত্মোন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একজন নারীনেত্রী হিসেবে তিনি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন। নারী নির্যাতন রোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো– সবখানে তার সরব উপস্থিতি। জয়ন্তী রাণী মন্ডল ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্য একজন সদস্য। জয়ন্তী রাণী মন্ডল-এর গ্রহণযোগ্যতা তার সমাজের সবার কাছে আজ স্বীকৃত।

বরিশাল অঞ্চল

প্রবল ইচ্ছা শক্তি দিয়ে পরিবারে স্বচ্ছলতা এনেছেন নারীনেত্রী লিজা

মো. মহিদুল ইসলাম জামাল # শহুরে নারীদের পক্ষে রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি তথা আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যতটা সহজ, ততটাই কঠিন গ্রামীণ নারীদের ক্ষেত্রে। তারপরও সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনে এগিয়ে গেছেন নারীনেত্রী হুজা আক্তার লিজা। লিজার জন্ম ১৯৯৩ সালে, বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের আরজিকালিকাপুর গ্রামে। এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায় তার। স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় অভাব-অনটনের মধ্যেই লিজার দিন কাটতে থাকে। সংসারের উপার্জন বাড়ানোর একটি উপায় খুঁজতে থাকেন তিনি। এক পর্যায়ে বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সামনে অবস্থিত একটি বিউটি পার্লারে কাজ শেখেন এবং সেখানেই নিয়মিত কাজ করতে থাকেন তিনি। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে পরিবার থেকে তাকে বাধার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু কোন বাধাই তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু কাজ করে যে সামান্য টাকা পেতেন, তা দিয়ে সংসারের ব্যয় মিটতো না।

লিজা ২০১৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ বাড়িয়ে দেয় তার আত্মশক্তি, বদলে দেয় তার জীবন। প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে বিউটি পার্লারের কাজ করা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি চাঁদপাশা আরজিকালিকাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে দোকান নিয়ে একপাশে বিউটি পার্লার এবং আরেকপাশে ভ্যারাইটিজ স্টোর নামে একটি দোকান পরিচালনা করছেন। লিজা বর্তমানে দুটি ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা আয় করেন। এর পাশাপাশি নারীনেত্রী হিসেবে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমও পরিচালনা করে যাচ্ছেন। প্রবল ইচ্ছা শক্তির কারণে নারীনেত্রী হুজা আক্তার লিজা বর্তমানে স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে সুখে-শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছেন।

'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' চাঁদপাশা ও দেহেরগতি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো সমন্বয় সভা

মো. মহিদুল ইসলাম জামাল # ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে এবং দি

হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো এক সমন্বয় সভা। ২০ জুন ২০১৯ তারিখে চাঁদপাশা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চাঁদপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিচুর রহমান, ইউপি সদস্যবৃন্দ, চাঁদপাশা ইউনিয়নের বিভিন্ন উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজের সহায়ক শিক্ষক ও ইয়ুথ ইউনিটের কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা। এরপর ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সফলতার কথা তুলে ধরেন এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা তুলে ধরেন। তারা বাল্যবিবাহ রোধ ও বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিচুর রহমান তাঁর বক্তব্যে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ২২ জুলাই ২০১৯, দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় একই ধরনের আরেকটি সমন্বয় সভা। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মশিউর রহমান।